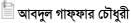


'রাষ্ট্রপতিশাসিত দেশে' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্তিত্ব আর রইল কি?

কালের আয়নায়



থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সচিবালয় পরিদর্শনে জানিয়েছেন, 'দেশ এখন রাষ্ট্রপতির দ্বারা শাসিত।' অর্থাৎ সরকারি প্রশাসন রাষ্ট্রপতির নির্দেশের অধীন। রাষ্ট্রপতি ভুলে গেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরব রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা বদলায় না। তিনি সরকারের নির্বাহী কর্মকর্তা নন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলেন প্রশাসনের নির্বাহী ক তাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনে চলবেন।

এখন সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নয়, তার দল এবং নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্রপতি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও প্রধান হয়ে বসেছেন, তখন তার উপদেষ্টাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি প্রশাসন পরিচালনা করবেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে নয়। তার রাষ্ট্রপতির ভূমিকা আগের মতোই থাকবে। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার নয়। সংসদবিহীন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন যদি দাবি করেন, দেশ এখন রাষ্ট্রপতিশা প্রশাসন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে চলবে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটির কার্যত অস্তিত্ব লোপ পাবে। তার খোলসটা শুধু পড়ে থাকবে।

সচিবালয়ে যাওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি তিন সেনাপ্রধানসহ সেনা অফিসারদের সমাবেশে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেননি যে, সেনাবাহিনী তার হাতেই। কারণ তিনি বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিলেন। যাদের কৃপায় হদ্বিতদ্বি করছেন, তাদের সামনে বাঘ সাজতে পারেননি। লন্ডনে বসে ঢাকায় সমাবেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণদানের দৃশ্য টেলিভিশনে দেখে বিস্মিত হয়েছি। রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিচ্ছেন, আর সমাবেশের সামনের আসনে বসেই কয়েকজ্ব সেই ভাষণ না শুনে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছেন এবং মুখ টিপে হাসছেন। বৃদ্ধ এবং অশক্ত রাষ্ট্রপতি পরে সচিবালয়ে গিয়ে সচিব সমাবেশে ও পারলেন, তার মাজেজা তখন বুঝতে পেরেছি।

আসলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন নয়, বিএনপি-জামায়াত জোটের অবৈধ শাসনই অব্যাহত রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তাদেরই প্রতিভূ হ দফতর নিজের হাতে নিয়ে টিনপট ডিক্টের সাজার টেষ্টা করছেন। সব কাজই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভবন এবং হাওয়া ভবনের পূর্ব পরিকল্পনামাফিব্দলাপ শুরু করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে বসিয়ে এখন রাষ্ট্রপতি শাসনের ধুয়া তোলা পর্যন্ত সবই ত পথে চলেছে। আওয়ামী লীগ তথা চৌদ্দ দল মাঝেমধ্যে গণদাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের হুমিক দিয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াত জোট প্র অবস্থা ঘোষণা অথবা আর্মি শাসনের জুজুর ভয় দেখিয়েছে।

আসলে আর্মি-ব্যাক্ত প্রেসিডেন্সিয়াল রুলের (ধৎসু নধপশবফ ঢ়ৎবংরফবহঃরধষ ৎঁষব) আড়ালে যে বিএনপি-জামায়াত শাসনই দেশে কায়েম থাককে লীগসহ চৌদ্দ দলের নেতারা হয়তো বুঝতে পারেননি। একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান কী করে সংবিধানের অপশনগুলো অগ্রাহ্য করে, বিএনপি দেশের সব রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের অভিমত অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছায় সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণে সাহসী এবং সক্ষম হন এই প্রং দেখেছেন কি?

পাকিস্তানেও দু'জন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি এ ধরনের দাপট দেখিয়েছেন। তারা কথায় কথায় নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করতেন। এ কাজটি তারা ব্যাকিংয়ে। এই আর্মি ব্যাকিং যেদিন চলে গেল, সেদিন এই দুই রাষ্ট্রপতিকেই লোটা-কম্বল নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউস ছাড়তে হয়েছিল। বেনজির প্রকাশ্যেই বলছেন, তার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেও আসল শাসন ক্ষমতা ছিল সেনাবাহিনীর হাতেই। এমনকি তার নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ফারুক লেঘারি ইচ্ছাতেই তাকে পদচ্যুত করেছিলেন।

বাংলাদেশে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিএনপি ক্ষমতা ছাড়লে শক্তপোক্ত রাষ্ট্রপতি হয়ে বিএনপির ইচ্ছায় শাসন ক্ষমতা চালাতে পারবেন কি-না এই সদে সরিয়ে স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকারকে রাষ্ট্রপতি পদে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তার প্রয়োজন আর হয়নি। দুর্বল শরীর ও দুর্বল ব্যক্তিম্বের অধি পেছনে খুঁটির জোর দেখে বাঘের মুখোশ ধারণ করতে রাজি হয়েছেন। তার পেছনে শক্তির উৎস বিএনপি। বিএনপি ক্যান্টনমেন্টে জন্ম নেওয়া দ আবার আসল শক্তি ক্যান্টনমেন্ট। তার ফলে মেষও বাঘের মতো আওয়াজ করছে। বেগম খালেদা জিয়া চলনে-বলনে প্রধানমন্ত্রীর মতো এখনো আচর হাওয়া ভবন এখনো উদ্ধৃত।

তাহলে প্রকাশ্য সেনা শাসনের আর দরকারটা কি? বরং ওটাকে জুজুর ভয় হিসেবে ব্যবহার করাই ভালো। তাতে আওয়ামী লীগ তথা চৌদ্দ দল ভয় আন্দোলন থেকে পিছিয়ে যায়। আমাকে অনেকে বলেছেন, যদি সত্যই প্রত্যক্ষ আর্মি শাসন আসে, তাহলে বর্তমান অবস্থার চেয়ে আর কী খারাপ অবশ্ব জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিএনপি-জামায়াত চত্র কি নিজেরা নিস্তার পাবে? আর বাংলার মানুষের কি আর্মি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেই? তাহলে এরশাদের মতো দুষ্টগ্রহের পতন ঘটল কী করে? আর্মি শাসন আসবে– এই হুমকিতে কি বিএনপি-জামায়াতের পরোক্ষ ফ্যাসিবাদী শাহ হবে?

আমার মতো অনেকেরই ধারণা, বাংলাদেশে উত্তরপাড়ার শাসন তখনই প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিতে পারে, যদি বিএনপি-জামায়াতকে কোনোভাবেই ক্ষমত

এবং এই ডাইরেক্ট সেনাশাসনের পেছনে আমেরিকার অনুমোদন থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন অনুমোদন বা সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ অ সম্ভাবনা কম। খালেদা জিয়ার ইচ্ছাতে আর্মি নড়বে না। এমনকি আর্মির সিনিয়র অফিসারদের একটা বড় অংশের ওপর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভাই সাঈদ ছেলে তারেক রহমানের অশুভ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ আর্মি শাসনে আর্মিকে রাজি করানো যাবে না। আর্মির জুনিয়র অফিসারদের একটা অ এস্কান্দার ও তারেক রহমানের দৌরাত্ম্যে অস্থির ও অসম্ভক্ত বলে ক্যান্টনমেন্টের সূত্রেই খবর পেয়েছি।

তবু সম্ভাব্য গণআন্দোলন দমনে যদি আর্মি নামে এবং শাসন ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে দখল করে তাহলে বুঝতে হবে তার পেছনে কেবল বিএনপি-জামাঃ আমেরিকারও সায় আছে। রিচার্ড বাউচারের ঢাকা সফর এবং ১১ নভেম্বরের পর দেশে কী ঘটে তা দেখার পরই আর্মি শাসনের সম্ভাবনা কতটা সত্য এখন পর্যন্ত এই জুজুর ভয় যে নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে আজিজকে মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আসার চাপ হিসেবে ব্যবহৃত হবে নেই। তবে আওয়ামী লীগ এই চাপ মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হলেও বিএনপি-জামায়াত চত্র নির্বাচনে যেতে ইচ্ছুক হবে কি-না সে নিশ্চিত নই। আমার ধারণা, তারা নির্বাচন বানচালের একটার পর একটা চত্র ান্ত চালিয়ে যাবেই।

আগে বেগম জিয়ার ধারণা ছিল, জামায়াতের সঙ্গে তার দলের মৈত্রী অটুট থাকলেই কেল্লাফতে। নির্বাচনে তাদের হার নেই। চউগ্রামের মেয়র নির্বাচনি পৌরসভা নির্বাচন এবং আরো কয়েকটি নির্বাচন তাদের সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তারপর সারা প্রশাসনকে কুক্ষিণত করে তারা যে ইলেকশন মেকনি তৈরি করেছে, তা ভেদ করে আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দলের নির্বাচন বিজয় অসম্ভব বলেই তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী যে বিশাল গণঅসন্তো তা অভ্যুত্থানে রূপ নিলে ইলেকশন মেকানিজম কোনো কাজ দেবে বলে বিএনপি-জামায়াত আর আশা করতে পারছে না। সামরিক ও অসামরিক রুলগুরা রিপোর্ট হচ্ছে, যদি নির্বাচন শতকরা ৫০ ভাগও সুষ্ঠু ও অবাধ হয়, তাহলেও বিএনপি-জামায়াতের ভরাডুবি অনিবার্য। এই অনিবার্য পরিণতির থেকেই বিএনপি নির্বাচন বানচাল করার পাঁয়তারা শুরু করে। ক্ষমতায় তাদের থাকতেই হবে। নইলে জনরেষে তাদের পিঠের চামড়া বাঁচবে না। সাকে ক্যান্টনমেন্টের বাসা ছাড়তে হবে। তার দল ও পরিবারের অনেককে দেশ ছাড়তে হবে। জামায়াতিদের '৭১ সালের মতো পালাতে হবে পাকিস্তামের আরবে। তাই নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশকে তারা এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাতের দিরি সেনাবাহিনীকে দেশ শাসনে ডেকে এনে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাছে।

তাদের শেষ ভরসা, ওয়াশিংটন হয়তো তাদের এই শেষ চত্র ান্তে অনুমোদন দেবে। আমেরিকা তা দেবে কি-না ১২ নভেম্বরের আগেই হয়তো জ আওয়ামী লীগ যদি প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিসের উপদেশ মেনে দাবি আদায়ের জন্য গণআন্দোলনের পথে না গিয়ে নির্বাচনে যেতে সম্মতি জানায়, তাং ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তারা আওয়ামী লীগকে সেনসিবল ও শান্তিকামী দল বলে সার্টিফিকেট দেবেন। অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াতের জন্য আবার ক্ষমণ সুগম করে দিতে চাইবেন।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের আগে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স যে অশুভ তৎপরতা শুরু ব এখন সেই একই তৎপরতা শুরু করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে এসেছেন, আমেরিকা দেখতে চায় নির্বাচনে যাচ্ছে। কোনো স্ট্রিট ভায়োলেন্স ওয়াশিংটন দেখতে চায় না। অর্থাৎ গণআন্দোলন হচ্ছে স্ট্রিট ভায়োলেন্স এবং বিএনপি-জামায়াতের সব অবৈ কাজ চোখ বুজে মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগকে তার নীতি নির্ধারণের অধিকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কে দিল? তিনি কি তার কূটনৈতিক অধিকার ও শিষ্টাচারের সব সীমা লঙ্ঘন আমেরিকা অন্যায়ভাবে ইরাকে গিয়ে সেখানে 'গণতন্ত্ব' প্রতিষ্ঠার নামে সাড়ে ছয় লাখ নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করেছে এবং এখনো করছে, বেরাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে শান্তি ও স্বস্তায়নের বাণী আওড়াচ্ছেন, ভারতের মতো দেশে গিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা বললে তাকে 'পার্সোন নন গ্রাটা' করার দাবি বিউটেনিস যদি সত্যিই বাংলাদেশের হিতৈষী হতেন, তাহলে তার সরকারের পক্ষ থেকে বহু আগে বিএনপি-জামায়াত জোটকে কয়েকটি ন্যায্য গণ সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চাপ দিয়ে তা মানতে বাধ্য করতেন। অন্যদিকে চৌদ্দ দলকেও বলতেন, আন্দোলনে নামার প্রয়োকরে তিনি বিএনপি-জামায়াতের প্রত্যেকটি অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন। বি চাপ যদি মানতেই হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের উচিত নির্বাচনে না গিয়ে বিএনপি-জামায়াতকে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়া।

বাংলাদেশে আজ কি এমন একজন সাহসী রাজনৈতিক নেতা নেই, যিনি বিউটেনিসকে কঠোর ভাষায় তার কথাবার্তা ও তৎপরতা সংযত করার জন্য স্পারেন? রাষ্ট্রদূতকে বলতে পারেন, তিনি তার কূটনৈতিক অধিকারের সীমা লঙ্খন করছেন? তার দেশেরই বহু আগের এক রাষ্ট্রদূত বোস্টারের বির গণতন্ত্র হত্যা ও বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে নিক্সন-কিসিঞ্জার যুগের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি আর্মো বদলায়নি?

ঢাকার সচিবালয়ের ভাষণে দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন সম্পর্কে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ যে কথা বলেছেন, তা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে তা মনে করা নেই। এসব কথাবার্তা ওয়েল রিহার্সাড, ওয়েল টিউটোরড়। তিনি শুধু সময় বুঝে আসল কথাটা ফাঁস করে দিলেন। দেশ যদি রাষ্ট্রপতিশাসিত টে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটি অবশ্যই এখন মৃত। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দশজন উপদেষ্টা সদস্য আছেন, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে তাদের নিয়োগ বাতিল করে তার ইচ্ছামতো নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন। তিনি সেই উপদেষ্টাদের অধিকাংশকে বিধেকেই বাছাই করতে পারেন। এভাবে বিএনপি-জামায়াতকেই আবার পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় বসাতে পারেন। তাকে ঠেকায় কে?

তিনি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নেই— এই অজুহাত তুলে নির্বাচনও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিতে পারেন। যদি চৌদ্দ দল এই জিআন্দোলন করতে চায় তাহলে রাষ্ট্রপতিই তো সেনাবাহিনীর দায়িষে আছেন। তিনি তাদের গণআন্দোলন দমনের হুকুম দেবেন। আর তিনি যদি নির্বাচন নেপথ্যের নির্দেশ পান এবং আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে না আসে এবং নবগঠিত লিবারেল ডেমোত্রে টিক পার্টিও, তাহলে এরশাদ যাতে সংসদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গৃহপালিত প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় নামতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হবে। এরশাদ সেই আশাতেই হয়তো আপাতত চারদর্লি দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। এই সম্ভাব্য সিনারিওটি যদি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন বাস্তবায়িত করতে পারেন, তাহলে আর্মি ডাকার বা প্রত্যক্ষ আর্মি শা

কি? আর্মি তো রাষ্ট্রপতির মুঠোতেই। তিনি যেমন খুশি তাদের ব্যবহার করতে পারেন। আসলে তার শক্তির ও ক্ষমতার উৎস তো ক্যান্টনমেন্টেই। ১১ নভেম্বরের পর শেখ হাসিনা ও চৌদ্দ দল কী সিদ্ধান্ত নেবেন, দেশের মানুষকে কী কর্মসূচি দেবেন তা আমি জানি না। তিনি যদি জুজুর ভয় কাটিয়ে উ নিয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেন, তাহলে এই বাঘের মুখোশ পরা এক ব্যক্তির খেয়ালখুশির অভিশাপ থেকে দেশকে বাঁচাতে পারেন। বিচারপতি আর্থি ইন্তফা না দিয়ে কাদের খুঁটির জোরে জেদ ও একগুঁরেমি দেখাচ্ছেন, তা চৌদ্দ দলের নেতারা বুঝতে পারছেন না তা নয়। প্রবল গণআন্দোলনের বিউটেনিস কিংবা রাষ্ট্রপতির কারোরই সুমতি ফেরাতে পারবেন না। যে অশুভ শক্তির ভয় তারা পাচ্ছেন, তারা যে মুখোশধারী হয়ে ইতিমধ্যেই দেশের আছে, তা হয়তো বুঝও চৌদ্দ দল না বোঝার ভান করছে। দাবি আদায় ছাড়া নির্বাচনে গেলেও নির্বাচন বিলম্বিত অথবা বানচাল করার জন্য বিএনপিই হবে না। এখন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করার কথা বললেও বিএনপির আস্তিনের তলায় আসল পরিকল্পনা কী তা আগেই বলেছি। তাদের লীগবিহীন নির্বাচন করা।

আওয়ামী লীগ তথা চৌদ্দ দল এখন কী করবে? তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সচিবালয়ের বিড়াল বের করে দিয়েছেন। এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সাহস করে এই বিড়ালের গলায় তারা ঘণ্টা পরাবেন, না বিড়ালের ভয়ে আবে বিপর্যয়ের সমৃদ্রে ঝাঁপ দেবেন?

লন্ডন, ১০ নভেম্বর, শুত্র বার, ২০০৬

Print

Editor: Abed Khan

Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208, Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,

E-mail: info@shamokalbd.com

If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com

Powered By: NavanaSoft